বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো মৌখিক পরীক্ষা **(Viva Voce)**। লিখিত এবং শারীরিক/চিকিৎসা পরীক্ষার পর সাধারণত এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। মৌখিক পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব, সাধারণ জ্ঞান, মানসিক দৃঢ়তা, যোগাযোগ দক্ষতা এবং সামরিক বাহিনীর প্রতি তার আগ্রহ ও আনুগত্য যাচাই করা।

মৌখিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য

- ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন**:** প্রার্থীর আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব গুণাবলী, এবং চাপের মুখে শান্ত থাকার ক্ষমতা দেখা হয়।
- যোগাযোগ দক্ষতা**:** প্রার্থী কতটুকু স্পষ্টভাষী, যুক্তিসঙ্গতভাবে কথা বলতে পারে এবং তার বাচনভঙ্গী কেমন তা মূল্যায়ন করা হয়।
- সাধারণ জ্ঞান**:** দেশ ও বিদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, এবং ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে প্রার্থীর ধারণা যাচাই করা হয়।
- মানসিক দৃঢ়তা**:** একজন সৈনিকের জন্য মানসিক চাপ মোকাবেলা করার ক্ষমতা অত্যন্ত জরুরি। মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীর মানসিক দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা সম্পর্কে ধারণা নেওয়া হয়।
- সামরিক বাহিনীর প্রতি আগ্রহ ও আনুগত্য**:** প্রার্থী কেন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চায়, দেশের প্রতি তার ভালোবাসা এবং সামরিক জীবনের প্রতি তার অঙ্গীকার কতটুকু, তা বোঝার চেষ্টা করা হয়।
- সমস্যা সমাধানের দক্ষতা**:** কিছু প্রশ্ন এমনভাবে করা হতে পারে যেখানে প্রার্থীকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হয় বা একটি সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান দিতে হয়।

মৌখিক পরীক্ষায় যে ধরনের প্রশ্ন করা হতে পারে

মৌখিক পরীক্ষায় কোনো নির্দিষ্ট সিলেবাস থাকে না, তবে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থেকে প্রশ্ন করা হয়:

- ব্যক্তিগত তথ্য**:**
    - আপনার নাম, ঠিকানা, বাবা-মায়ের পেশা, ভাই-বোনদের সম্পর্কে বলুন।
    - আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হতে পারে।
    - আপনার শখ বা অবসর সময়ে কী করেন?
    - আপনার জীবনের লক্ষ্য কী?
- পরিবার ও পরিবেশ**:**
    - আপনার এলাকার পরিচিতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হতে পারে।
    - আপনার পরিবারে আর কেউ সামরিক বাহিনীতে আছেন কি না।
- সাধারণ জ্ঞান **(**বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক**):**
    - বাংলাদেশের ইতিহাস (মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, ভাষা আন্দোলন ইত্যাদি) সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন।
    - বাংলাদেশের সংবিধান, সরকার ব্যবস্থা, এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন।
    - সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী (যেমন: বিভিন্ন যুদ্ধ, রাজনৈতিক পরিবর্তন, আবিষ্কার ইত্যাদি) সম্পর্কে জানতে চাওয়া হতে পারে।
    - বাংলাদেশের মানচিত্র বা ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন।
- সেনাবাহিনী সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন**:**
    - আপনি কেন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চান? (এই প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আপনার দেশের প্রতি ভালোবাসা, সামরিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ, এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মানসিকতা প্রকাশ করা উচিত।)
    - সেনাবাহিনী সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?
    - একজন সৈনিকের প্রধান গুণাবলী কী কী বলে আপনি মনে করেন?
    - সামরিক জীবনের কঠোরতা সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে কি না।
    - আপনি যদি সৈনিক হিসেবে নির্বাচিত হন, তাহলে দেশের জন্য কী করতে চান?
- যুক্তি ও মানসিকতা যাচাই**:**
    - আপনাকে এমন পরিস্থিতি দেওয়া হতে পারে যেখানে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। (যেমন: যদি আপনি শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হন তখন কী করবেন?)
    - আপনার কোনো দুর্বলতা আছে কি না এবং কীভাবে তা মোকাবেলা করেন?
    - আপনার চাপ সহ্য করার ক্ষমতা কেমন?

মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি ও করণীয়

- আত্মবিশ্বাসী হোন: প্রশ্নকর্তার সাথে চোখাচোখি করে কথা বলুন। আপনার ভঙ্গি যেন আত্মবিশ্বাসী হয়।
- পোশাক পরিচ্ছন্নতা: মৌখিক পরীক্ষার দিন পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করুন। এটি আপনার ব্যক্তিত্বের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি: নিয়মিত পত্রিকা পড়ুন, খবর দেখুন, এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত থাকুন। বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখুন।
- স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত উত্তর: প্রশ্নগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিন। অপ্রয়োজনীয় কথা পরিহার করুন।
- সততা ও বিনয়: কোনো প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে সততার সাথে বলুন, "এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না" বা "এই বিষয়ে আমার জানা নেই"। মিথ্যা তথ্য দেওয়া বা অনুমান করে উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- বাচনভঙ্গি: শান্তভাবে কথা বলুন। তাড়াহুড়ো বা অতিরিক্ত উত্তেজনা দেখাবেন না। আপনার উচ্চারণ যেন স্পষ্ট হয়।
- কেন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চান? এই প্রশ্নের জন্য একটি শক্তিশালী এবং আন্তরিক উত্তর প্রস্তুত রাখুন। দেশের সেবা করার আগ্রহ এবং সামরিক বাহিনীর প্রতি আপনার আনুগত্য এখানে প্রকাশ পাবে।
- মক ইন্টারভিউ: সম্ভব হলে বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের সাথে মক ইন্টারভিউ অনুশীলন করুন। এটি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং ভুল ত্রুটি চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

মৌখিক পরীক্ষা আপনার সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা এবং সামরিক জীবনের জন্য আপনি কতটা উপযুক্ত, তা যাচাই করার একটি সুযোগ। যথাযথ প্রস্তুতি এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে এই ধাপে অংশগ্রহণ করলে আপনার সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে।